যুগান্তর

তারিখ 12 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

তুচ্ছ ঘটনায় হাতাহাতি

শেকৃবির ১০ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারের সুপারিশ তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন

শেকৃবি প্রতিনিধি

রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) দুইটি অনুষদের ১০ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কারের সুপারিশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃংখলা রক্ষা কমিটি। এ কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির নেতৃত্বে গঠিত। ওই সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সভায় আগামী ১৮ জুন চূড়ান্ত করা হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে তুচ্ছ ঘটনায় বহিষ্কারের সুপারিশের সিদ্ধান্তে হতবাক হয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের আশংকা, বহিষ্কার সুপারিশ চূড়ান্ত অন্তত এক থেকে দেড় বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম থেকে নিষিদ্ধ হবেন তারা।

শিক্ষার্থীদের ভাষ্যমতে, গত ৫ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ কামাল অনুষদীয় ভবনে সাইনবোর্ড লাগাতে গিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট ও ভেটেরেনারি মেডিসিন অনুষদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। একপর্যায়ে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। পরে প্রশাসনের নির্দেশে কৃষিতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. পরিমল কান্তি বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, তাদের বিরুদ্ধে শিক্ষকের গায়ে হাত তোলার মিথ্যে অভিযোগ আনা হয়েছে। অথচ সেদিন সংশ্লিষ্ট দুই অনুষদের শিক্ষকরাই মূর্তত হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তদন্ত কমিটি যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণ না নিয়েই একচেটিয়া অভিযোগ গঠন করেছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. পরিমল কান্তি বিশ্বাস বলেন, তদন্ত করে যা পাওয়া গেছে তাই শৃংখলা কমিটির কাছে জমা দেয়া হয়েছে।

তদন্ত রিপোর্ট সম্পর্কে জানতে চাইলে শৃংখলা রক্ষা কমিটির এক সদস্য নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইনবোর্ড লাগানোর দায়িত্ব শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নেবে কেন? এর জন্য প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রয়েছে। একটি মহল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করতেই বারবার উসকানি দিয়ে আসছে বলে মতপ্রকাশ করেন তিনি।